পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা কল্যানের দিকে(মানুষকে) ডাকবে, ভাল ও সত্য কাজের পরার্মশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। যারাই এই কাজ করবে তারাই সাফল্যমন্ডিত হবে (আল-কোরআন ৩ :১০৪)।

এখন দুনিয়ার সেই সর্বস্রেস্ঠ দল তোমরা যাদেরকে মানুষের হেদোয়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য র্কমক্ষেত্রে উপস্তিত করা হয়েছে । তোমরা ন্যায় ও সৎকাজের পরার্মশ দাও, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে চল (আল-কোরআন ৩ :১১০)।

বাংলাদেশ প্রগতিশীল মুসলিম সংস্থা

(Progressive Muslim Organization of Bangladesh)

আমাদের আর্দশ, ''আমরা সুন্নী নই, শিয়া নই, হানাফী নই, শাফেয়ী নই, নই আহলে হাদিস, আমরা মুসলমান(শুধুমাত্র এক মহান আল্লাহর কাছে র্সম্পূন আত্মর্সমপনকারী)।''

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে শতকরা মোটামুটি ৮৫ জন মুসলমান। ইতিহাস র্পযালোচনা করলে দেখা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দি থেকে নিবেদিতপ্রান কিছু আল্লাহর মুমিন বান্দাহর নিরলস দাওয়াতী কাজের ফলেই মহান আল্লাহর অনুমতিতে আজ আমরা মুসলমান। কিন্তু এখনও আমাদের প্রিয় মাতৃভুমি বাংলাদেশে শতকরা মোটামুটি ১৫ জন অমুসলমান রয়ে গেছেন। সুতরাং সংখ্যাগতভাবে এক কোটি পচ্চানব্বই লক্ষ মানুষ অমুসলিম(যদি দেশের জনসংখ্যা ধরা হয় তের কোটি)। এই বিপুল সংখ্যাক জনসংখ্যার কাছে কি সঠিক ও পদ্ধতিগতভাবে ইসলাম তথা মহান আল্লাহর বানী পৌছানো হচ্ছে? আমরা মনে করি হচ্ছে না।

এখনতো আর কোন নবী রাসুল মহান আল্লাহ পাঠাবেন না। হজরত মুহাম্মদ সা: এর মাধ্যমে র্সবশেষ হেদায়েতের কিতাব পবিত্র কোরআন নাযিল এবং পবিত্র কোরআনের হুবুহু হেফাজতের মাধামে নবী ও সেই সাথে আসমানী কিতাব নাজিলের ধারাবাহিকতারও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নবী-রাসুলদের যোগ্য উত্তরসূরী হলেন প্রকৃত ইমানদার মুসলমানগন। সুতরাং প্রকৃত ইমানদার যারা তাঁদের কাজ র্কমের ধরনও হবে নবী-রাসুলদের মত। তাই আমাদের দায়িত্ব যথাসাধ্য মহান আল্লাহর বানী সঠিক ও পদ্ধতিগতভাবে শুধু বাংলাদেশের অমুসলমানদের কাছেই পৌছানো নয় বরং পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া। পৃথিবী নামক এই গ্রহের কি বিপুল সংখ্যাক মানুষ অন্ধকারের অমানিষায় নিমজ্জিত(যেমন ভারতের কমপক্ষে নব্বই কোটি মানুষ, চীনের একশত কোটি মানুষ, মায়ানমার(র্বামা), নেপাল, ভূটান, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ আদম সন্তান)!! এটা অত্যাধুনিক যুগ; মহান আল্লাহর বানী পৌছানোর কাজে আমরা আধুনিক ঈমানদারগন অত্যাধুনিক উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করে দ্রুতগতিতে ঐসব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন জনপদের কাছে মহান আল্লাহর বানী পৌছে দিতে পারি।

এটা নিশ্চিত যে জাহান্নামের কঠিন আজাব থেকে বাঁচার জন্য এক আল্লাহর কাছে আত্মর্সমপন করা ছাড়া(মুসলমান হওয়া ছাড়া) কোন মানুষেরেই আর কোনই বিকল্প পথ নেই। দেখুন মহান আল্লাহর চুড়ান্ত ঘোষনা, (৩ সূরা ইমরান আয়াত ৮৫) ''এক আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চায়, তার সেই পন্থা কক্ষনই কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে র্ব্যথ ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে।''

অন্যদিকে এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, ''ইসলাম গ্রহনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তিও নেই......''(২ সূরা বাকারা আয়াত ২৫৬)। আমাদের দায়িত্ব হল শুধু হিকমতের সাথে মহান আল্লাহর বানী পৌছে দেওয়া এবং এর ফলে মহান আল্লাহ যাদেরকে তৌফিক দিবেন তারাই শুধু ইসলাম কবুল করবেন। এই পদ্ধতিই সব নবী-রাসুলগন প্রয়োগ করেছেন। তাই আমাদের শুধু প্রয়োজন দৃড় আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও মহান আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরতা।

আমরা যদি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই এ ব্যাপারে এগিয়ে যাই মহান আল্লাহ আমাদের অবশ্যই সাহায্য করবেন যার ফলে দুনিয়া ও পরকাল এই উভই স্থানেই আমাদের জন্য রয়েছে শুধু সুসংবাদ আর সুসংবাদ। লক্ষ্য করুন মহান আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষনা:

(১০সূরা ইউনুস আয়াত ৬২-৬৪) ''জেনে রাখ! তারা আল্লাহর বন্ধু যারা ঈমান এনেছে এবং (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) ভাল ভাল কাজ করেছে, তাদের জন্য কোন ভয় ও কষ্টের কারন নেই। দুনিয়া ও পরকাল এই উভয় জীবনেই তাদের জন্য কেবল সুসংবাদ আর সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহর কথার পরির্বতন নেই, এটাই মহা সাফল্য।''

(৪০ সূরা মুমেন আয়াত ৫১) ''নিশ্চয় জেনো, আমরা নবী-রাসুলগন ও ইমানদার লোকদের সাহায্য এই দুনিয়ার জীবনেও অবশ্যই করে থাকি আর সেই দিনও করবো, যেদিন সাঁক্ষী দন্ডাওমান হবে(হাসরের দিনে)।''

(৪ সূরা নিসা আয়াত ১২২) ''যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, তাদেরকে আমরা এমন বাগিচায় স্থান দান করব, যার নিম্নদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা তথায় চিরদিন অবস্থান করবে । বস্তত এটা আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে ?''

এই পৃথিবীর কি বিপুল সংখ্যাক মানুষ অন্ধকারের অমানিষায় হাবুডবু খাচ্ছে(মহান আল্লাহ যে তাদের স্রষ্টা তাই তাঁর এবাদত করতে হবে এবং তাঁর কাছে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে এটা জানেই না বা ভূলে গেছে)!! পবিত্র কোরআন নাজিলের মূল কারনই ছিল দিকভ্রান্ত মানবজাতিকে পবিত্র কোরআনের শিক্ষার মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসা।

(১৪ সূরা ইবরাহিম আয়াত ১) ''হে মুহাম্মদ! এই কোরআন যা আমরা তোমার প্রতি নাজিল করেছি, যেন তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে লোকদিগকে জমাট-বাঁধা অন্ধকার হতে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে আস, সেই রব এর পথে, যিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং নিজ সত্তায় প্রসংসিত।''

অন্যদিকে যাদের কাছে মহান আল্লাহর পবিত্র কোরআনের বানী পৌছেছে সেই মুসলমানদেরও অধিকাংশই পবিত্র কোরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বহু দুরে। ফলে মুসলমানরা আজ লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত ও অপমানিত জাতি; যদিও সংখ্যায় আমরা বিপুল(প্রায় ১৪০ কোটি)!! অথচ মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে চললে আমরা এই পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবেই র্সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে থাকার কথা । কারন এটা মহান আল্লাহর ওয়াদা ও চুড়ান্ত ঘোষনা: (৩ সূরা ইমরান আয়াত :১১০) ''এখন দুনিয়ার সেই র্সবশ্রেস্ট দল তোমরা......................।''

তাই প্রকৃত মুমিনরা সময় নষ্ট না করে দুনিয়ার এই অতি ক্ষনস্থায়ী জীবনে সাধ্যমত সবসময় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন যেমনটি মহান আল্লাহ ঈমানদারদের তাকিদ দিচ্ছেন । (৩ সূরা ইমরান আয়াত ১৩৩) ''(হে ঈমানদারগন) সেই পথে তীব্রগতিতে চল, যা তোমাদের রব-এর ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা সেই মুত্তাকী লোকদের জন্য প্রস্তত করা হয়েছে।''

সুতরাং মুসলমানদের হৃত গৌরব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য আবার তাদের পবিত্র কোরআনের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শের কাছে ফিরে যেতেই হবে।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে হল : ১. অমুসলিমদের মধ্যে পবিত্র কোরআনের আদর্শ ও শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে(প্রথমে বাংলাদেশ থেকে শুরু এবং পরে তা ইনশাল্লাহ অন্যান্য দেশে র্পযায়ক্রমে সম্প্রসারন) তাদেরকে ইসলামের সুশিতল ছায়াতলে দীক্ষিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। ২. সাধারন মুসলমানদের মধ্যে পবিত্র কোরআনের শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সেই সাথে ইসলামের নামে যেসব অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোড়ামী, র্ধমান্ধতা ইত্যাদি রয়েছে তা তুলে ধরে এবং পবিত্র কোরআনের প্রকৃত শিক্ষা ও আর্দশে সচেতন করে মুসলমানদের আধুনিক যুগের চ্যালেন্জ মোকাবেলা করার মত যোগ্য করার আপ্রান চেস্টা করা।

আমরা আপনাকেও উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এই গৌরবজনক(যা সমস্থ নবী-রাসুলদের ছিল মূল কাজ) কাজে শরীক হয়ে মুসলিম, অমুসলিম তথা সমগ্র মানবজাতির কল্যানে অতিগুরুত্বপূন অবদান রেখে দুনিয়া ও অনন্তকালীন পরকালীন জীবনের মহাকল্যান হাসিল করতে ।

আমাদের এই সুবিশাল কাজ নিঃসন্দেহে কঠিন কিন্ত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যতদিন আমাদের হায়াত রেখেছেন আসুন আমরা ততদিন উপরিউক্ত কাজগুলি যথাসাধ্য করার দৃপ্ত সফত গ্রহন করি; আমরা তো চিরদিন থাকবো না আমাদের এই কাজকে সচল ও গতিশীল রাখার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঠিকই আমাদের পরে আমাদের চেয়েও যোগ্য উত্তরশুরীর ব্যবস্থা করে দিবেন ।

পরিশেষে আবারও আমরা আমাদের মহান রব্বের দেওয়া সেই চিরন্তন সুসংবাদ ও সান্তনার বানী স্বরন করি -যা আমাদের অসীম প্রেরনা জোগাবে, (৩ সূরা ইমরান আয়াত ১৩৯) ''মন ভাঙ্গা হইও না, চিন্তা কর না ; তোমরাই বিজয়ী থাকবে যদি তোমরা ঈমানদার হও।''

ডঃ মো: আনিসুর রহমান।

আহবায়ক

বাংলাদেশ প্রগতিশীল মুসলিম সংস্থা

(Progressive Muslim Organization of Bangladesh)

যোগাযোগ: ১. ডঃ মো: আনিসুর রহমান Email: mdan_ra@yahoo.com

৩. মো: মাহবুবর রহমান Email: mrsyspub@yahoo.com

৪. ডঃ জাকির হোসাইন Email: zhossain75@hotmail.com

৫. মোঃ শহিদুল ইসলাম Email: shohidul.sagar@gmail.com

৬. আহছান আলী (সেলিম) Email: ahosunali@hotmail.com